| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই চৈত্র ১৪২১ ১লা এপ্রিল ২০১৫ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ থানার মদতে বেপরোয়া গরু ও কয়লা পাচার

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেপরোয়া গরু পাচারে রঘুনাথগঞ্জ থানা এখন লালগোলাকেও ছাড়িয়ে গেছে। পূর্বতন এস.পি.হুমায়ুন কবীরের সময় যে সব পাচারকারীরা ব্যবসা গুটিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, তারাই এখন রঘুনাথগঞ্জ ও লালগোলা থানার মদতে বেপরোয়া পাচারে নেমে পড়েছে। আর এতে মদত দিচ্ছে হালের কয়েকজন তৃণমূল নেতা। খবর, বাংলাদেশী পাচারকারীরা সরাসরি ভারতে ঢুকে গরু নিয়ে চলে যাচ্ছে। গরু পাচারের তাণ্ডব চলছে এলাকা জুড়ে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও ঝাড়খণ্ডের বর্ডার লাগোয়া হাটগুলো থেকে পুলিশের সবুজ সংকেতে পাচারকারীরা দিনের আলোয় রাখাল দিয়ে লাইন করে গরুর দলকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে বর্ডার এলাকায়। সেখানে বি.এস.এফও পাচারকারীদের মুঠোয়। কাঁচা টাকার হাওয়ায় বিভিন্ন হোটেলে চলছে মদ ও মেয়ের কারবার। সবকিছুতেই পুলিশের ভাগ। গরু ,কয়লা, জালনোট, ফেন্সিডিল ইত্যাদি পাচার চলছে রমরমিয়ে। রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি রেজাউল কবীরের সংস্কৃতি আজ ধুলোয় লুণ্ঠিত। পুলিশের নগ্ন সমঝোতা বন্ধে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কি কিছুই করার নেই।

নিজস্ব সংবাদদাতা : ঝাড়খণ্ডের চোরাই কয়লা বীরভূমের রাজগ্রাম-বহুতালী কাদোয়া হয়ে লাদেন গাড়ীতে কাঠের আচ্ছাদনের মধ্যে চলে আসছে রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর, সাগরদীঘি, লালগোলা এলাকার ইট ভাটাগুলোতে। ভোর রাতে প্রতিদিনই ঐ সব চোরাই কয়লা বোঝায় কয়েকশো লাদেন গাড়ীর লাইন বিষাক্ত কালো ধোঁয়া উড়িয়ে রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফুলতলা হয়ে সাগরদীঘি-মনিগ্রাম রাস্তায়, অন্যদিকে ভাগীরথী ব্রীজ পেরিয়ে লালগোলা অভিমুখে চলে যাচ্ছে। ভোরের মুক্ত আবহাওয়া কলুষিত হচ্ছে নিয়মিত। নাকে রুমাল চাপিয়েও দূষণমুক্ত হতে পারছেন না বায়ুসেবীরা বলে কারো কারো অভিযোগ। পুরনো বা কেরোসিন মেশানো কাটা তেলের গাড়ী সুপ্রিম কোর্ট রুলিং করে বন্ধ করে দিলেও এখানে চলছে। শহরের মধ্যে লাদেন গাড়ীর চলাচল পুরসভা থেকে বন্ধ করেঁ দিলেও গ্যাস সিলিণ্ডার ভর্তি বা সবজি ভর্তি লাদেন গাড়ী শহরের ব্যস্ত রাস্তায় কালো ধোঁয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় নিয়মিত। অনুসন্ধানে জানা যায়-- ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল এলাকা বহরাগাছির খাদ থেকে এই চোরাই কয়লা এনে সাঁওতাল

(শেষ পাতায়)

চেয়ারম্যান প্রোজেক্ট নিয়ে প্রথম থেকেই মতানৈক্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : বামফ্রন্টের নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘ বছর ধরে জঙ্গিপুর পুরসভা চলছে। গতবারের বোর্ড গঠনে সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য পার্টির চাপে শেষ মুহূর্তে বাদ পড়েন। হুটোপটির মধ্যে ২নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মোজাহারুল ইসলামকে চেয়ারম্যান করা হয়। বর্তমান নির্বাচনে বামফ্রন্ট পুনরায় বোর্ড গড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে চেয়ারম্যান প্রোজেক্ট নিয়ে হাইকম্যাণ্ড প্রাধান্য দিচ্ছে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী সুবীর রায়কে। মোজাহারুল ইসলাম বাদ। এই নিয়ে সংখ্যালঘুদের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। আলোচনায় উঠে আসছে-- যদি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য দীর্ঘ বছর ধরে চেয়ারম্যান

(শেষ পাতায়)

সাজুর মোড়ে কোন ক্রাসার নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : অরঙ্গাবাদের সাজুর মোড় এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একাধিক ক্রাসার চালু ছিল। পাথরের ধূলোয় এতদিন এলাকার আবহাওয়া দূষিত থাকতো। সম্প্রতি অতিরিক্ত জেলা শাসক অরবিন্দ মীনা ও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলার যৌথ উদ্যোগে

(শেষ পাতায়)

অটো ও চেন্নাই এর মারামারিতে সব বন্ধ–যাত্রীদের দুর্ভোগ--মিটমাট

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে উমরপুরে প্যাসেঞ্জার তোলা নিয়ে অটোর সঙ্গে চেন্নাই গাড়ীর ড্রাইভারের বচসা হাতাহাতিতে চলে যায় ২৩ মার্চ। যাত্রী ভর্তি একটা চেন্নাই

(শেষ পাতায়)

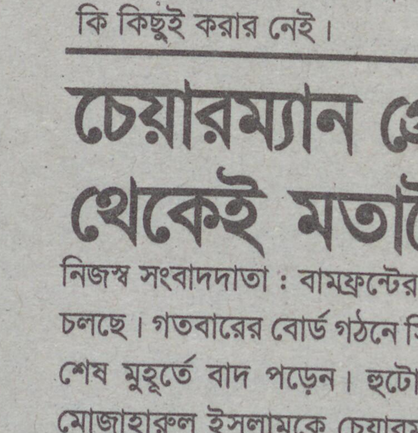

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই চৈত্র, বুধবার, ১৪২১

'চৈত্রের দিনে ভাবনা'

'চৈত্রের চিতা ভস্ম উড়ায়ে.....'। ঋতুরাজ ফাল্গুনের উদাসী ধূলিঝড় ক্ষ্যাপা দূর্বাসার মতো সমস্ত জীর্ণ, পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া নূতনের আগমন বার্তা ঘোষণা করিয়া থাকে। দিকে দিকে নব পল্লবের সাড়া পড়িয়া যায়। বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায় নব মঞ্জুরীর মাতাল করা গন্ধে চতুর্দিক সুভাষিত হয়। চৈত্র মাসকে অভিধানে মধুমাস বলা হয়। কারণ চৈত্র মাস হইতেই প্রতিটি ফলে মধুরস সঞ্চারিত হইতে থাকে। সুমিষ্ট ফল রসে মাতাল করা গন্ধে আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠে। ধরিত্রীর সর্বত্র অঙ্কুরোদ্গম হয়। কোকিল ও পাপিয়ার সুমিষ্ট গানে বিভাবরী যায়--চলিয়া যায়। চৈত্র মাসের গাজন ও নীল ব্রত উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া শিব, সুন্দর ও সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। একাধারে তিনি ধ্বংসের দেবতা--যাহা পুরাতন জীর্ণ তাহার অবসান করিয়া নূতনের আহ্বান ঘোষিত হয় চতুর্দিকে। এভাবেই ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির আভাস প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত হয়। কবির লেখনী হইতে উৎসারিত হয়, "সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।" ইহা পুরাতন ধ্বংসের অর্থাৎ পাপনাশের অব্যক্ত চিরন্তন অনুরণন। চন্দ্রের সুষমাভরা যামিনীতে 'বউ কথা কও' বা 'কৃষ্ণ পোকা হোক বা খোকা হোক' পাখির ডাকে উদাসী মন বাউলের একতারা খোঁজে।

গাঙ্গেয় সমতল ভূমির সর্বত্রই রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে ও বর্ণের বৈচিত্র্যে এই সময় এক অপূর্ব পূতগন্ধ সমন্বিত উপবাসী যোগী রূপ ফুটিয়া ওঠে। মাঠে ঘাটে সর্বত্রই নূতন সাজ পরিলক্ষিত হয়। মহাকাল, পরীক্ষিতের রাজসভায় পদার্পণ করিয়া স্থান চাহিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিল স্বর্ণ ব্যবসায়ীর টাটে ও বারবণিতার গৃহে। কামিনী ও কাঞ্চন সমন্বিত বিশ্বায়নের করাল গ্রাস দেশে দেশে, সভ্যতার দোহাই দিয়া প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ ধ্বংস করিয়া বিকৃত কদর্য ইট, কাঠ, পাথরের কংক্রিটের জঙ্গলের স্তূপ তৈয়ারী করিতেছে। ইহা বাংলার ছয় ঋতুর ভিন্ন রূপের প্রকাশকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। শিশুর হাসি হাইটেক কাড়িয়া লইতেছে। সবুজ নিধন করিয়া নগর তৈয়ারী করিবার ফলস্বরূপ শিশুর চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা উঠিয়াছে। বসন্তের বেলফুল ও লেবুফুলের গন্ধ কিংবা ছাতিম ফুলের লবঙ্গের সুবাস আর নাসিকা পায় না। মোবাইল টাওয়ার হইতে উদগীরিত তীব্র তরঙ্গ ধ্বংস করিয়া দিতেছে নভচরদের পাখার ঝটপটানিকে। চড়ুই জাতীয় ছোট পাখি বিলীন হইয়া যাইতেছে। আকাশ, বাতাস ও রত্নাকরের তলদেশ পর্যন্ত আজ মানবের সভ্যতার অত্যাচারে লুণ্ঠিত। কোথায় এর সমাপ্তি। রূপ, রস, গন্ধবিহীন বিবর্ণ ভবিষ্যতই কি আমরা রাখিয়া যাইতেছি আগামী প্রজন্মের জন্য। যেখানে নেই বৃক্ষ, নেই ফুল, নেই পাখি--সেখানে কি কোমলতার আবাস হইতে পারে ? ইহা কদাপি সম্ভব নহে। শিশু ভুলিয়া যাইতেছে দুলিয়া দুলিয়া পড়িতে, "তিনটি শালিক ঝগড়া করে রান্না ঘরের চালে"। ইহার পরও কি প্রকৃতির ডাকে নদীর কল্লোচ্ছ্বাসে ঐকতান খুঁজিয়া পাওয়া রোমা রোলার মতো বালক পৃথিবী লাভ করিবে ? চৈত্রের দিনে এই ভাবনা হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে।

চৈত্র অবসান

শীলভদ্র সান্যাল

চৈত্র যায় যায়। ক'দিন বাদেই দেওয়াল থেকে আর একটা ক্যালেণ্ডার হড়কে গিয়ে সেখানে নতুন ক্যালেণ্ডার ঝুলবে। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি, ফাল্গুন আর চৈত্র--এই দু'মাস নাকি বসন্ত কাল। তা--কই ? ফাল্গুনের আউল-বাউল বাতাসও উঠল না, চৈত্রের মাঝামাঝি কালবৈশাখি ঝড়ের দেখাও মিলল না। কোকিলের কুহু ডাকও ক্বচিৎ শোনা যায়। গ্লোবাল তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। মেরু প্রদেশের বরফ গলছে। পর্বত চূড়াগুলোতে তেমন করে বরফ জমছে না, ফলত নদী-নালায় স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ আসন্ন। অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে, পরিবেশ দূষিত। বন্যজন্তুর অস্তিত্ব সংকট। প্রকৃতি হারাচ্ছে তার ভারসাম্য এবং তার ব্যবহারেও কোন ছিরিছাঁদ নেই। শীত আর গ্রীষ্মের প্রকোপের মাঝখানে পড়ে বসন্ত কখন আসে আর যায়, টের-পাওয়ার জো নেই। অশোক-পলাশ-কিংসুক ফোটে নাকি ! তার সুবাস কই পাই না তো ! হয়তো ফোটে। হয়তো ফোটে না। তাতে কী যায় আসে ? খাতায়-কলমে ফাগুন হাওয়ায় ভর করে ঋতুরাজ বসন্তের না এসে উপায় আছে ? না হলে পঞ্জিকার লিখন আর কবিদের কাব্যবিলাস মিথ্যে হয়ে যায় যে ! এ যুগের আধুনিক কবি তাই স্পর্ধাভরে ঘোষণা করলেন, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত।' মন জুড়ে বসন্তকে অনুভবের যে উর্মিলতা--সেখানে ফুল ফুটল কি না ফুটল কিচ্ছু এসে যায় না। সে তো আর এক বসন্ত। জীবনের বসন্ত। মনের বসন্ত। রোদন ভরা বসন্ত। চুপি-চুপি কানে-কানে কথা কওয়ার বসন্ত। সে বসন্ত তো কবেই তার হালখাতা চুকিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে।কবির আর্তসুর কানে বাজে, চলে যায়,চলে যায়, বসন্তের দিন চলে যায় ! সত্যিই যায় নাকি ? তবু খটকা লাগল। কথাটা আমার এক আঁতেল বন্ধুকে

(পরের পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পুনশ্চ দমকল কাহিনী

জঙ্গিপুর পুর এলাকায় বা তার উপকণ্ঠে একটি দমকল ডেরা খোলার তাগিদ দিয়ে একটি চিঠি বেরিয়েছে এই পত্রিকার (৪/৩/১৫)। এবং তার এক সপ্তাহ পরেই বহরমপুরে দমকল বিভাগের ডিভিশনাল অফিস উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী জাভেদ খান। জেলা প্রশাসনের কর্তাগণ এবং দমকলের ডিভিশনাল অফিসার উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মন্ত্রী মশাই জানালেন ডোমকলে ও লালবাগে দমকল কেন্দ্র খোলার কাজ চলছে। ভগবানগোলা কেন্দ্র খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তা হলে কাজ তো হচ্ছে। এখনও জঙ্গিপুর পুরবাসীগণ উদাসীন থাকবেন ? জোরালো দাবি তুলে এই সময় কাজ আদায় করে নিতে হবে। আমি আগের চিঠিতে তার কিছু পদ্ধতি বলেছি। আরও উপায় থাকতে পারে-- মোট কথা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজে নামতে হবে।

রঘুনাথগঞ্জ শহরের পশ্চিমে খড়খড়ি ও পূর্বে ভাগীরথী নদী। এই অবস্থানে দমকলে জলের জোগানো অভাব নিশ্চয় হবে না।

হরিলাল দাস, বরিষ্ঠ নাগরিক, রঘুনাথগঞ্জ

ইতিহাস

প্রণবেন্দু বিশ্বাস

ইতিহাস চাপা থাকে মাটির নীচে ঃ
হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো থেকে নালন্দা
বা প্রস্তর যুগ থেকে সিন্ধু-সভ্যতা--
মাটি খুঁড়েবের করে আনা সভ্যতার দলিল
যা সেকালের মানুষের জীবন-খতিয়ান।
কানে বলে মাটির নীচের হারানো কথা
তুলে ধরে ফেলে আসা বিগত দিনলিপি
সেখানে মালাগাঁথা থাকে পুরানো জীবন
আর চলমান জীবন-পঞ্জীর এক দলিল।

ইতিহাস লুকানো থাকে মাটির নীচে :
তাকে খুঁজে বার করে তবেই জানা যায়--
হারিয়ে যাওয়া পুরাণো কালপ্রবাহ
আর জীবনের ব্যারোমিটারে মাপা হয়
ইতিহাসের ইতিহাস আর তার গোপনীয়তা,
রাতের আঁধারে জল্লাদের নিত্যকর্ম পদ্ধতি
বা তাদের অপকর্মে ব্যবহৃত অস্ত্রসম্ভার--
সবই চাপা থাকে মাটির নীচে।

এখন মাটির নীচ থেকে উঠে আসছে
একটা ক্যানভাসে আঁকা চিত্রপট--
বিস্মিত-স্তম্ভিত-নির্বাক সারা বিশ্ব
সত্য সেলুকাস .....
নদীর চরে বা রাস্তার নীচে গণকবর
জলাশয়ে ডোবান অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র
নিশ্চিতই যা ব্যবহৃত হয়েছিল নিধন যজ্ঞে-
বা অস্ত্র তৈয়ারীর গণতান্ত্রিক কারখানা
গণতান্ত্রিক হিঁটে ফ্যাসীবাদী মসলার গাঁথনী
দিশাহীন রক্ত পিপাসু পিশাচকুল.....

ইতিহাস লুকানো থাকে মাটির নীচে :
মুখ-মুখোস ফুটে উঠেছে ক্যানভাসে--
মাটির নীচে লুকানো আছে
একবিংশের এক নতুন বাংলার ইতিহাস
যা অসভ্যতা আর বর্বরতার মহাকাব্য--
ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না
নাদির-এটিলা-চেঙ্গিস বা হিটলার
কাউকে না-ওদেরও না,
ক্ষমা করেনি-করছে না-করবেও না।

প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক

দলীয় কর্মীরাই শুধু নয়, সাধারণ মানুষেরাও ভেবেছিল--তিনি আসবেন, দেখবেন, জয় করবেন। প্রসঙ্গটি গত ৪ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জিপার্কে মমতা ব্যানার্জীর নির্বাচনী জনসভা নিয়ে। কারণ আজকে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যে কোন ইস্যুতে যারা মাঠে ময়দানে লোক জড়ো করার যাদু দেখাতে পারেন মমতা ব্যানার্জী তাদের অন্যতম।এই মুহূর্তে একটি বিতর্কিত জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জী। তিনি এলেন ম্যাকেঞ্জিপার্কে জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রে তার প্রতিষ্ঠিত দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সেখ ফুরকানের সমর্থনের জনসভায়। তিনি এলেন, বললেন কিন্তু জয় করতে পারলেন না তার পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ভাষণে। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম ইতিহাস দিয়ে শুরু করে কখনও রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের কবিতা, কখনও হালকা চুটকি কিংবা জ্যোতি বসুকে কলির কুম্ভকর্ণ বলে সম্ভাষণ, এসবই ছিল বক্তৃতার অঙ্গ। তবে রাজনৈতিক মঞ্চে, রাজনৈতিক যুদ্ধে রাজনীতির লড়াই কিংবা তত্ত্বগত বিশ্লেষণের চেয়ে বেশি ছিল অরাজনৈতিক বক্তব্য ও ব্যক্তি আক্রমণ। তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে উদাহরণ দিয়েছেন নেতাজীর এবং যতীন্দ্রমোহনের। তার মতে মূল কংগ্রেস এখন সিপিএম-এর 'বি' টিম আর তৃণমূল হলো আসল কংগ্রেস যা সিপিএম তথা জ্যোতি বসুকে ক্ষমতাচ্যুত করে পশ্চিম বাংলার রাহুমুক্তি ঘটাবে। জ্যোতি বসুকে ক্ষমতাচ্যুত করার জেহাদ মমতা দেবীর এই প্রথম নয়। ১৯৯২ সালে নভেম্বরে ব্রিগেডে যুব কংগ্রেসের সভায় তিনি জ্যোতি বসুর প্রথম মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। আজ সিপিএম তার শক্তি ক্রমাগত বাড়ালেও মমতা ব্যানার্জীর রাজনৈতিক শক্তি সে জায়গায় আর নেই। তিনি জানান কংগ্রেস তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক সচেতন মানুষ জানে সে সময় তার কার্য্য-প্রণালী এমন জায়গায় গিয়েছিল, শুধু কংগ্রেস কেন যে কোন রাজনৈতিক দল থেকে তিনি বহিস্কৃত হতেন। প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা হবার সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ধৈর্যের অভাব তার চরিত্রের অন্যতম দুর্বলতা। আবেগতাড়িত রাজনৈতিক ভাবনার সমর্থন সব সময় মেলে না। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাথে তৃণমূলের আসন সমঝোতা হওয়া সত্ত্বেও একটিবারের জন্য ভুলেও সে কথা বললেন না বিশেষ এক ভোট ব্যাঙ্কের জন্য। অথচ স্থানীয় বিজেপির নেতা ও কর্মীরা তার সভা সফল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। এধরনের 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' কখনই পরিষ্কার রাজনীতি হতে পারে না। অথচ তিনি দাবী করেন কংগ্রেসের নোংরা রাজনীতি পরিষ্কার করতে যাবার অপরাধে দল তাকে বহিষ্কার করেছে। এ কথা সত্য জঙ্গীপুর লোকসভা আসনে লড়াই করার সাবস্ট্রাকচার এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের নেই। তুলনা-মূলকভাবে এই আসনে পূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুবাদে বিজেপি কিছুটা এগিয়ে থাকলেও সমঝোতার জন্য তাদের প্রার্থী না থাকায় নীচু তলার কর্মীরা অসুন্তুষ্ট। এই অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেসকে লড়াই করতে হলে দু'দলের আন্তরিক সাহায্যের সমন্বয় দরকার। কারণ মমতা ব্যানার্জী যত শক্তিশালী নেত্রীই হোন না কেন, তিনি নেতাজী কিংবা যতীন্দ্রমোহন তো ননই, এমন কি বাংলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা অজয় মুখার্জী বা নেহেরু কন্যা ইন্দিরাও নন।

--মিস মার্গারেট হেন্স

[প্রকাশকাল : ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮]

বাড়ী ভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ শহরে ভদ্র পরিবেশে দোতলায় ২টি ঘর, কিচেন,করিডরসহ ভাড়া দেয়া হবে। মোবাইল নম্বর :- ৮৪৩৬৩৩০৯০৭

পিছুটান

সাধন দাস

আমরা সকলেই বড় স্মৃতিকাতর। 'যাক, যা গেছে তা যাক' ব'লে, পেছনে না তাকিয়ে সামনের দিকে গটগটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো নিরেট বস্তুবাদী আমরা কেউই নই। আমরা সকলেই বড় দুর্বল আমাদের নস্টালজিয়ার কাছে। কখনো প্রবাসে যাবার মুহূর্তে চার বছরের মেয়েটির ভালোবাসার দাবির কাছে হার মানতে হয়; কখনো বা প্রেয়সীর আঁচল-চাপা গোপন অশ্রুজল সামনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

যে-জীবনকে আমি ফেলে যাচ্ছি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে, যে-সুখদুঃখের স্মৃতিগুলো বেঁধেছেঁদে পরম যত্নে তুলে রাখি মনের মণিমঞ্জুষায়, চৈত্রের অলস দুপুরে কিংবা শ্রাবণের বর্ষণমুখরিত মধ্যরাত্রে, ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে, তারাই তো হাতছানি দিয়ে পেছনের দিকে ডাকে। ফেলে-আসা বসন্ত দিনে যে-চোখের ভাষা আমি পড়তে পারিনি, সেই আনত দৃষ্টির অর্থ খুঁজতে বারেবারে আজ পিছু ফিরতে হয়। যেন 'কোন্ দূর বনের পাখি' বারেবার মোরে ডাক দেয়।

সুখের ঘরের চাবিটাকে কি কোথাও কোনো অসতর্ক মুহূর্তে কোনো হলুদবনে ফেলে এসেছি ? কোন্ চোরাপথের বাঁকে হারিয়ে গেছে আমার স্বপ্নের খেলাঘর, আমার কিশোরবেলার খেলার সাথি ? কার বসনাঞ্চল-প্রান্ত দখিন হাওয়ায় উড়ে এসে আমার প্রাণে শিহর জাগিয়েছিল একদিন ? কার অঙ্গসৌরভে মাখানো ছিল পিয়ালফুলের রেণু ? আমার লতার একটি মুকুল পরম সোহাগে কে তার অলকবন্ধনে জড়িয়ে রেখেছিল ? কোনো এক নিভৃত ফাল্গুনী সন্ধ্যায় আমার 'স্মরণ-শুভ-সিন্দুরে' খেলার ছলে তার ললাটে একটি বিন্দু এঁকেছিল কে ? 'চঞ্চল সোনালী পাখনায়' সেই সব দিন কি চিরতরে উড়ে গেছে ? নাকি কোথাও কোনো হারানো পৃথিবীতে তারা রয়ে গেছে আজও ? সময়ের সঙ্গে পা ফেলে আমাদের এগিয়ে যেতে হয় ঠিকই, কিন্তু বিগত বসন্তের পথে পথে অন্বেষণ অব্যাহত থাকে অনন্তকাল !

ভবিষ্যৎ অনাগত, অজানা। তাই স্মৃতি নিয়েই আমরা বাঁচি। স্মৃতির সঞ্চয়কে পাথেয় করেই আমাদের পথ চলা। আর চলতে চলতে যখন আমরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, কোন্ চকিত মুহূর্তে আমাদের চেতনার অলিন্দে মায়া ছড়িয়ে দেয় ফেলে আসা জীবনের বিবর্ণ আলো। সেই মন-খারাপ করা আলো-ছায়ার দিনগুলি এক প্রবল আকর্ষণে বেঁধে ফেলতে চায় আমাকে। আমি থেমে যাই, পিছু ফিরি, আর অশ্রুসজল অপলক চোখে তাকিয়ে থাকি, তাকিয়ে থাকি, আর তাকিয়েই থাকি !!!

চৈত্র অবসান .....(২ পাতার পর)

জিজ্ঞেস করাতে সে বিজ্ঞের মত রায় দিল, একেবারে ঠিক কথা। এ হলো জীবনের বসন্ত। চলে গেলে আর ফেরার কনোও চান্স নেই। বনের বসন্ত তবু ঋতুচক্রের নিয়মে আবার ফিরে আসে। তাকে চিনে নেওয়ার চোখ থাকা চাই। আর জীবনের বসন্তকে অনেকদিন ধরে রাখতে গেলে ভাল করে জানা চাই তার কায়দাটা মানে ? মানে যৌবনকে ধরে রাখা। জীবনের বসন্ত বলতে আমি সেটাই মিন করতে চাইছি। উৎসুক দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাই। তা কায়দাটা কী ? কায়দা করে বন্ধু এবার কায়দাটা খোলসা করল, টেনসন্ ফ্রী লাইফ। নো সুগার। নো আমাশা। সব সময় মনে ফূর্তি রাখা। অ্যাট এনি কস্ট্ দাম্পত্য প্রেমটাকে ম্যাড়মেড়ে হতে না দেওয়া। আর বছরে অন্ততঃ দু'বার ল-ং ট্যুরে বেড়িয়ে পড়া। ব্যাস্। তাহলেই জীবনের বসন্তটাকে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন অবদি টেনে দেওয়া যায়। মাই গুডনেস ! এত সব কণ্ডিশন স্যাটিসফাই করে এই ভেজাল ভরা দুনিয়ায় যৌবন ধরে রাখবে, এমন হিম্মৎ আছে কার ? ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমি অন্ততঃ সে ভাগ্য করে জন্মাইনি !

শিয়ালদা ঢোকার মুখে ট্রেনটা ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিগন্যাল নেই। দূরে চেয়ে দেখি, একটা ঝাঁকড়া নিমগাছের ডালে-ডালে কচি- কচি পাতা ধরেছে। বসন্তের সবুজ লাবণ্যে ভরপুর। রেললাইনের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ঘাসফুলের নিঃসংঙ্কোচ ইশারা আর কোত্থেকে, আমরণ ! এক লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি ইতস্ততঃ উড়ে বেড়াচ্ছে !

বাইরে থেকে ধেয়ে আসা চৈত্র শেষের মুকলিত বসন্তের এক ঝলক হাওয়া আমার মনটাকে চকিতে দুলিয়ে দিয়ে গেল।।

চেয়ারম্যানের মতানৈক্য .....(১ পাতার পর)

পদে থাকতে পারেন, তাহলে কেন বাদ পড়বে মোজাহারুল। এ ছাড়া ২ নম্বরে মহিলা প্রার্থী হয়ে যাওয়ায় ৩ নম্বরের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলার সাত্তার সেখকে বাদ দিয়ে ঐ ওয়ার্ডে মোজাহারুল ইসলামকে দেয়া হয়েছে। এই নিয়েও মতবিরোধ চলছে ওই ওয়ার্ডে। অন্যদিকে মানি মার্কেটিং এর এজেন্ট হওয়ায় সাত্তার এলাকার বহুলোকের টাকা ফেরত দিতে পারেননি। এই কারণে ওর ওপর একটা ক্ষোভ লোকের আছে। এই প্রসঙ্গে জানা যায়, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএমের কাশীনাথ মণ্ডলের বিরুদ্ধে নির্দল হয়ে দাঁড়ালেন সিপিএমের সক্রিয় কর্মী আলিপ হোসেন। জেলা তৃণমূলের নেতৃত্বে রঘুনাথগঞ্জ শহর এলাকার ৮টি ওয়ার্ডের দায়িত্ব অমরনাথ চ্যাটার্জীকে দেয়া হলেও তা নাকি মানা হয়নি। যেমন মানা হয়েছে জঙ্গিপুর পারের ১৩টি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে। সেখানে ওয়াখিল আহম্মেদের সক্রিয় ভূমিকায় প্রার্থী নির্ধারণ করা হয়েছে বলে খবর। শেষ পর্যায়ে আরএসপির ৫ নম্বর ওয়ার্ডে হাসনা বিবি, ১০ নম্বরে সিপিএমের ইন্তেখাব আলম, ৫ নম্বরে তৃণমূলের নাসরিনা খাতুনের পরিবর্তে দাঁড়ালেন বীণাপাণি দাস। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থী শুভাশিস সাহা।

অটো ও চেন্নাই.....(১ পাতার পর)

মিঞাপুর কালীমন্দিরের কাছে বলপূর্বক উলটে দেন অটো ড্রাইভাররা বলে অভিযোগ। অটোর পক্ষে আই.এন.টি.টি.ইউ. সি. এবং চেন্নাইয়ের পক্ষে সি.আই.টি.ইউ ২৩ মার্চ সন্ধ্যেয় দুটি অভিযোগ করে। পুলিশ দু'পক্ষের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। অটোর ড্রাইভারদের বক্তব্য, চেন্নাই গাড়ী এতদিন পুর এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে ষ্টেশন এমনকি উমরপুরেও ধাওয়া করছে। আমাদের পেটে লাথি মারার যোগার করছে। অন্যদিকে চেন্নাই ড্রাইভারদের কথা--বর্তমান প্রায় ৩৫০ চেন্নাই এখানে চলছে, সেখানে--অটো ৬০-এর বেশী নয়। তাই প্যাসেঞ্জারের সন্ধানে সর্বত্র না ঘুরলে উপোস করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের নির্দেশে ২৪ মার্চ থেকে স্বাভাবিক পরিস্থিতি না ফেরা পর্যন্ত অটো-চেন্নাই সবকিছু চলাচল বন্ধ রাখা হয়। এর ফলে যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়ে। রিক্সা চালকরা এই সুযোগটা নিয়ে বেশী ভাড়া আদায় করছে। নিত্য যাত্রীরা এ.ডি.ও এবং বি.ডি.ওর কাছে অসুবিধার কথা জানান। শেষে পুলিশের মধ্যস্থতায় ২৯ মার্চ থেকে অটো ও চেন্নাই চলালচ শুরু হয়। তবে পুরসভার অনুমতি ছাড়া কোন গাড়ি চলবে না--পুলিশ নাকি জানিয়ে দেয়।

সাজুর মোড় .....(১ পাতার পর)

সেগুলো উচ্ছেদ করা হয়েছে। বেআইনভাবে সরকারী জায়গা দখল করে দীর্ঘ দিন ধরে এরা কিভাবে ব্যবসা চালু রাখলো এটাই প্রশ্ন।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে) পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

প্রেস ক্লাবে জঙ্গিপুর সংবাদের অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : কোলকাতা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে জঙ্গিপুর সংবাদের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান হয়ে গেল ২৮ মার্চ। সেখানে প্রেস ক্লাবের সম্পাদক অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, সভাপতি অম্বর মুখার্জী ছাড়া বহু প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। দাদাঠাকুরের দৌহিত্র ডাঃ অমিত মুখার্জীর অর্থব্যয়ে নির্মিত দাদাঠাকুরের উপর একটি তথ্যচিত্র সেখানে প্রদর্শিত হয়। জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদক অনুত্তম পণ্ডিত ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পত্রিকা প্রকাশে নানা প্রতিকূলতার কথা তুলে ধরেন।

জনহিতকর কাজে পি.এন.বি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘনাথগঞ্জ ১-ব্লকের তালাই গ্রামে সেখানকার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের উদ্যোগে এক জনমুখী অনুষ্ঠান হয়ে গেল ২৩ মার্চ। ঐ গ্রামের গরীব চাষী ও এলাকার ছাত্রীদের নিয়ে সারাদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান চলে। ঐ অনুষ্ঠানে দপ্তরের কয়েকজন অফিসারও উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে প্রগতিশীল কয়েকজন চাষীকে উন্নতমানের বীজ ও ছাত্রীদের সোলার লণ্ঠন উপহার দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এলাকার রাস্তায় চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে কয়েকটি স্ট্রীট লাইটও দেওয়া হয় সেখানে। উক্ত ব্যাঙ্ক ও ঐ এলাকায় অবস্থিত আই.টি.সি কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগে বহু জনহিতকর কাজ মহকুমার নানা স্থানে হচ্ছে বলে খবর।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের বিয়ের পছন্দমত কার্ড আমাদের কাছ পাবেন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

দাদাঠাকুর প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

গরু ও কয়লা পাচার.....(১ পাতার পর)

পল্লীর বিভিন্ন স্থানে মজুত হয় বড় বড় গর্তে। গর্তের পরিধি দেখে ঐ কয়লা ডাক হয়। পাচারকারীরা কয়লার দাম তুলতে রাজগ্রাম-বহুতালী ইত্যাদি এলাকার সদর রাস্তার দু ধারে প্রকাশ্যে কয়লঅ মজুত করে রাখে। এর জন্য জায়গাল মালিকরা মোটা টাকা আদায় করে। লোডিং এর জন্য লোকও থাকে সেখানে। রাজগ্রাম থানা, কাদোয়া বীট হাউসের পুলিশকে বসে এনে এরা প্রকাশ্যে চোরাই কয়লার ব্যবসা চালু রেখেছে দীর্ঘ দিন ধরে। সেখানে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে পাচারকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে ভিলেজ পুলিশ টিম। সর্বত্র চলছে মাল্লুর খেল। অরঙ্গাবাদ-ধুলিয়ান এলাকায় কয়লা যাচ্ছে রিক্সাভ্যানে বস্তা বন্দী হয়ে। সেখানেও ভ্যানের মেলা। সব থানার পুলিশকে পাচারকারীরা চাঁদির জুতোয় বশে রেখেছে।

Don Bosco English Medium School, Monigram

Requires two teachers teach Hindi with the following qualifications.

a) Graduate/P.Graduate with B.Ed Hindi as Majar.

b) Graduate/P.Graduate Hindi as Majar

Candidates should preferably be from Hindi Medium Background.

Fr. Yacub
Secretary

Fr. Arul Rojario
Principal

Contact No:- 9733493421
Land line:-03483-237123
e-mail-dbemsmon @ yahoo.co.in.

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।